কালের কণ্ঠ

2 JAN 2017

শিশুশ্রম ও বাল্যবিয়েকে 'না' বলি—স্লোগানে সদর ও আশপাশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গতকাল গাজীপুরের শ্রীপুরে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ মানববন্ধন করে। সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশ নেয়।

ছবি : কালের কণ্ঠ

ব্যতিক্রমী মানববন্ধন বই উৎসবের দিনে

শ্রীপুরে শিশুশ্রম ও বাল্যবিয়েবিরোধী কর্মসূচি পালন করল শিক্ষার্থীরা

■

সদরের কর্মসূচি পরিণত হয় ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ মানবপ্রাচীরে

শাহীন আকন্দ, গাজীপুর ▷

এবার সপ্তম শ্রেণিতে উঠেছে শ্রীপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী নার্গিস আক্তার বিথী। ইতিমধ্যে মা-বাবা তাকে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে আড়ালে কাঁদত সে। তার ইচ্ছা, পড়ালেখা করে চিকিৎসক হবে। তারপর বিয়ে। কিন্তু এ কথা মা-বাবাকে বলার সাহস হয়নি তার।

মনোবেদনা নিয়েই গতকাল রবিবার বছরের প্রথম দিনে বই উৎসবে যোগ দিতে খালি হাতে বিদ্যালয়ে যায় সে। নতুন বইয়ের সঙ্গে শিক্ষকরা তার হাতে তুলে দেয় একটি প্রচারপত্র। শিশুশ্রম ও বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে ১০টি শপথবাক্য লেখা প্রচারপত্রটি হাতে পেয়ে মুহূর্তে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে বিথী। নতুন বই হাতে নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে শিশুশ্রম ও বাল্যবিয়েবিরোধী মানববন্ধনে শামিল হয় সে। উপজেলা পরিষদের সামনে এ কর্মসূচিতে শিক্ষকরাও শামিল হন।

শুধু বিথীর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই নয়, 'শিশুশ্রম ও বাল্যবিয়েকে না বলি'—এই স্লোগানে ১৬৬টি প্রাথমিক ও ৯০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গতকাল মানববন্ধন করে। উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সদরে আয়োজিত ১৫ মিনিটের কর্মসূচি পরিণত হয় প্রায় ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ মানবপ্রাচীরে। এতে সদর ও আশপাশের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশ নেয়।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হারুন-অর রশিদ জানান, শ্রীপুরে শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার হার প্রাথমিকে ২১ শতাংশ ও মাধ্যমিকে ১৩ শতাংশ। এর বড় একটি কারণ বাল্যবিয়ে। এর বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সোচ্চার করে তুলতে ব্যতিক্রমী এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বছরের শুরুর দিনে মানববন্ধন করে সবাই শিশুশ্রম ও বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে শপথ নিয়েছে।

শ্রীপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম জানান, বই উৎসবের দিনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে মানববন্ধনের ফলে শিশুশ্রম ও বাল্যবিয়ে বিরোধী আন্দোলন জোরালো হলো। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের মনে গেঁথে গেছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নার্গিস আক্তার বিথীর প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, 'আজকের কর্মসূচির মাধ্যমে বিথীও প্রতিবাদ করতে শিখে গেছে। এখন মা-বাবাকে সে সাফ জানিয়ে দিতে পারবে—আমি এখন বিয়ে করব না।'

মানববন্ধনে অংশ নিয়ে বিথী খুবই উৎফুল্ল, উদ্দীপ্ত। এ কর্মসূচি তার মনে সাহস জুগিয়েছে। কালের কণ্ঠকে সে বলে, 'আজকা যেই শপথ নিছি, বাড়ি গিয়া এইটা আব্বা-আম্মাকে শোনাব। আমি পড়ালেখা কইরা অনেক বড় হইতে চাই। আমার তো নয়-ই, কারোর বাল্যবিয়াই আমি হইতে দিব না।'

মাওনা বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী রেখা আক্তার বলে, 'যে শপথ নিছি, এইটা সব সময় মনে রাখব। আমার বাল্যবিয়া হইতে দিব না। অন্য কারো হইলেও আমি প্রতিবাদ করব।'

গতকালের মানববন্ধন শ্রীপুর উপজেলা পরিষদ থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে মাওনা চৌরাস্তা ও পুবে গোসিংগা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৪ কিলোমিটার। দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে শুরু হয়, শেষ হয় দুপুর ১টায়।

শ্রীপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল জলিল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মণ্ডল বুলবুল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফরিদা জাহান স্বপ্না, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাসুম রেজা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হারুন-অর রশিদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আতিকুর রহমান খান প্রমুখ এতে অংশ নেন।

একাত্মতা প্রকাশ করে মানববন্ধনে অংশ নেয় জনপ্রতিনিধি, আইনজীবী, চিকিৎসক, রাজনীতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী ও সাধারণ মানুষ।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আতিকুর রহমান খান জানান, একই সময়ে উপজেলার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশের সড়কে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

ইউএনও মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল বলেন, 'শিশুশ্রম ও বাল্যবিয়ে নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনা ও সৃষ্টিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করে। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া বন্ধ করতে এবং শিশুশ্রম ও বাল্যবিয়ে রোধ করতে এ আন্দোলন শুরু করেছি।'